Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 104-112
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রয়োগরত্নমালাব্যাকরণে অপাদানকারকবিচার

সৌমেন মান্না
গবেষক, সংস্কৃতবিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ভাষার জ্ঞানের বিষয়ে বাক্যের জ্ঞান অপেক্ষিত। আবার ভাষার বিশ্লেষণে কারকার্থ জ্ঞান অপেক্ষিত। বিভক্তি হল 'সংখ্যাকারকাদিবোধয়িত্রী বিভক্তিঃ'। সংখ্যা কারক প্রভৃতির বোধক হয় বিভক্তি। এই বিভক্তি তিনভাগে প্রযুক্ত হয়। যথা কারকবিভক্তি, উপপদ বিভক্তি ও অর্থ বিভক্তি। বিভক্তি হল প্রথমাদি সাতটি। কারক হল - 'ক্রিয়াজনকত্বম'। 'কারকে' এই পাণিনীয় সূত্রের অর্থ - 'ক্রিয়াং করোতি, সম্পাদয়তি, নির্বর্তয়তি, নিষ্পাদয়তি, জনয়তি ইতি কারকম' (তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য, কারক ও বিভক্তি, ভূমিকা)। নৈয়ায়িকরা বলেন 'ক্রিয়ানিমিত্তত্বং কারকত্বম' (সারমঞ্জরী, জয়কৃষ্ণ ভট্ট আচার্য, মূল-৩৩) ক্রিয়ার সঙ্গে যার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বা অনবয় থাকে তাঁকে কারক বলে। কাতন্ত্রপরিশিষ্ঠস্থিত কারকপ্রকরণের প্রারম্ভেই গোপীনাথ তর্কাচার্য্য বলেছেন- "কারকং ক্রিয়ানিমিত্তমিতি পর্য্যায়ঃ। তৎ পুনর্দ্রব্যগুণক্রিয়াজাতিস্বরূপভেদাৎ পঞ্চবিধম"। (২৫২) অর্থাৎ যা ক্রিয়া নিষ্পাদক বা ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ তাই পাণিনীয় সূত্রকে সংজ্ঞানিদের্শরূপে গ্রহণ করে কারক সম্বন্ধে বলেছেন 'কিমিদং কারক ইতি? সংজ্ঞানির্দেশঃ কিং বক্তব্যমেতৎ? না হি। কথমনুচ্যমানং গংস্যতে? ইহ হি ব্যাকরণে যে বৈতে লোকে প্রতীতপদার্থকাঃ শব্দাস্তৈর্নির্দেশাঃ ক্রিয়তে' ইতি (মহাভাষ্য - ১/৪/২৩)।
ভর্তৃহরি কিন্তু 'সাধন' শব্দের দ্বারা কারক শব্দের অর্থ বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন কারক হল শক্তি, দ্রব্য নয়।

'নিমিত্তভেদাদেকৈব ভিন্না শক্তিঃ প্রতীয়তে।
ষোঢ়া কর্তৃত্বমেবাহুস্তৎপ্রবৃত্তেনিবন্ধর্নম'।
(বাক্যপদীয়ে, সাধনসমুদ্দেশ, ৩৭)

কৈয়ট কারকের বিচার প্রসঙ্গে বলেছেন - 'সাধ্যত্বেন ক্রিয়ৈবশব্দাৎ প্রতীয়তে ইতি ক্রিয়ায়া নির্বর্তকস্য কারকসংজ্ঞা অপাদানাদিসংজ্ঞা চ প্রবর্ত্ততে' ইতি (প্রদীপটীকা, পা. সূ ১/৪/২৩)। কাশিকাকার বলেছেন - 'কারকশব্দশ্চ নিমিত্তপর্যায়ঃ। কারকম, হেতুরিত্যনর্থান্তরম। কস্য হেতুঃ ক্রিয়ায়াঃ' ইতি (কাশিকা, কাশিকা, পা. সূ. ১/২/২৩)। কারকের লক্ষণ বিষয়ে পাণিনির মত অপাণিনীয়ব্যাকরণ যেমন-কলাপব্যাকরণেও কিছু বলা হয়নি। কিন্তু তাঁরা 'লোকোপচারাদ গ্রহণসিদ্ধিঃ' (কলাপব্যাকরণম, সন্ধিবৃত্তি, প্রথমপাদ, সূত্র - ২৩) এই মতানুসারে লৌকিক ব্যবহার অনুসারে এর সংজ্ঞা সিদ্ধ করেছেন। তবে কবিরাজ টীকায় কারক ইত্যাদির পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে - "ক্রিয়ানিমিত্তং কারকম"। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কলাপ মতে কারক শব্দের কোন পারিভাষিক অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা অন্ততঃ মূলে দেখা যায় না। বরং কারক শব্দটির লোকব্যবহারে প্রচলিত অর্থ গ্রহণের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য অপাণিনীয় ব্যাকরণে কারকের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন শ্রীজীবগোস্বামিনা তাঁর 'হরিনামামৃত ব্যাকরণে' সূত্র করেছেন 'ক্রিয়াসম্বন্ধবিশেষি কারকম" (হরিনামামৃতব্যাকরণম, কারকপ্রকরণম, ৪/১০) কিন্তু বোপদেব কারক শব্দের পরিবর্তে 'ক' পরিভাষা প্রযুক্ত করে 'সংজ্ঞাঃ কম' (মুগ্ধবোধব্যাকরণম - সূত্র -৩১৭) সূত্রে করেছেন। প্রয়োগরত্মমালাব্যাকরণেও কারকের লক্ষণ প্রসঙ্গে কিছু লক্ষ করা যায় না। কিন্তু বহু পারিভাষিক শব্দ বা সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন।

বিভিন্ন কারকের আলোচনার ক্রম পাণিনি ও অপাণিনি বৈয়াকরণদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পাণিনি সূত্রে এবং মহাভাষ্যে কারকগুলির নির্দেডের ক্রম হল - অপাদান, সম্প্রদান, করণ, আধার কর্ম ও কর্তা। কিন্তু সিদ্ধান্তকৌমুদীতে

ভট্টোজিদীক্ষিত প্রথমা দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ইত্যাদি বিভক্তির ক্রম অনুসারে কারক বিধায়ক সূত্র এবং বিভক্তির সূত্র পরপর আলোচনা করেছেন। কিন্তু ভর্তৃহরি দীক্ষিতের ক্রম অনুযায়ী কর্তা কর্ম, করণ ইত্যাদি আলোচনা করলেও তিনি ষষ্ঠীকে কারকের মর্যাদা দিয়ে সবশেষে আলোচনা করেছেন। অধিকরণকে স্থান দিয়েছেন তাঁর ঠিক পূর্বে। পরবর্তীকালে নবীন বৈয়াকরণরা কারক আলোচনা করেছেন - কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ এই ক্রমে। অপাণিনীয় ব্যাকরণের মধ্যে কলাপব্যাকরণের সূত্রকার প্রাচীনদের ক্রম অনুসরণ করলেও একটি ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সেখানে করণকারককে তৃতীয় স্থানে না রেখে চতুর্থ স্থানে রেখেছেন এবং অধিকরণকে তৃতীয় স্থানে রেখেছেন। প্রয়োগরত্নমালাব্যাকরণের প্রণেতা পুরুষোত্তম ভট্ট আচার্যবিদ্যাবাগীশ কলাপকে অনুসরণ করেছেন। তিনিও করণকে চতুর্থ স্থানে রেখে অধিকরণকে তৃতীয় স্থানে রেখেছেন। তাই আলোচনার ক্রম অনুযায়ী প্রথমে অপাদান কারক সম্বন্ধে আলোচনা করব। প্রয়োগরত্নমালাব্যাকরণে অপাদান বিধায়ক সংজ্ঞা সূত্র তিনটি। প্রথম সূত্রটী হল -

"যতো পায়াদানরক্ষাবারণান্তর্দ্ধিজন্মভীঃ।
যশ্চাসহ্যঃ পরাজেঃ স্যাত্তদপাদানকারকম"।

(প্রয়োগরত্নমালাব্যাকরণ, কারকবিন্যাস, সূত্র-১)

এই একটি সূত্রের যে অর্থ তা পাণিনি ছয়টি দ্বারা বুঝিয়েছেন। সূত্রের বৃত্তিতে বলা হয়েছে - 'যতো বধিভূতাদপায়োবিভাগস্তদপাদানম'। ইতি। অর্থাৎ 'যতঃ' এই পদটির অর্থ অবধি। 'যতইতিপদমবধ্যর্থকমিত্যা যতো বধিভূতাদিতি'। (প্রয়োগরত্নমালাব্যাকরণ, গূঢ়প্রকাশিকা, সূত্র-১) অবধি শব্দের অর্থ হল ধ্রুব অবধি অবধি অর্থাৎ সচল ও অচল বা গতিহীন ও গতিযুক্ত ধ্রুব। অপায়ের অর্থ বিভাগ বা বিশ্লেষ ও বিভাগের জনকরূপ ক্রিয়া। যে ক্রিয়ার দ্বারা বিভাগ উৎপন্ন হয় সেই ক্রিয়াই হল বিভাগের জনক। সংযোগের মত বিভাগও দ্বিষ্ট অর্থাৎ দুটিতে থাকে। যেমন 'বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি'। এই বাক্যে পতন ক্রিয়ায় অর্থ গতি বিশেষ বা বিভাগোৎপাদক ব্যাপার। এই বিভাগ পত্রে ও বৃক্ষে উভয়েই থাকে। কিন্তু অপাদান সংজ্ঞা কার হবে? যা ধ্রুব বা অবধি তাঁর অপাদান সংজ্ঞা হবে। এই উদাহরণে বৃক্ষে গতি বিশেষ রূপ ক্রিয়া থাকে না তাই ধ্রুব এবং অপাদান। প্রয়োগরত্নমালা ব্যাকরণে 'বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি' না বলে 'গ্রামাদ আগচ্ছতি দ্বিজঃ' (প্রয়োগরত্নমালাব্যাকরণ, কারকবিন্যাস, সূত্র - ১ বৃত্তি) বলা হয়েছে। গম ধাতুর অর্থ আগমন ক্রিয়া যা উত্তরদেশ সংযোগানুকুল ব্যাপার। এই ব্যাপারের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে গ্রাম হতে আগমন কর্তার বিভাগ। এখানে আগমন কর্তা, ক্রিয়ার আশ্রয় ও ক্রিয়াজন্য বিভাগেরও আশ্রয়। গ্রাম আগমন ক্রিয়ার আশ্রয় না হয়ে আগমন ক্রিয়া জন্য বিভাগের আশ্রয় হয়েছে বলে ধ্রুব বা অপাদান হয়েছে। একই ভাবে 'ধাতবঃ অশ্বাদ অশ্ববারঃ পততি' ক্ষেত্রে অশ্ব বিভাগের আশ্রয় হলাওও বিভাগজনক পতন ক্রিয়ার আশ্রয় হয় না। তাই অশ্ব ধ্রুব হয়েছে। অর্থাৎ অপাদান, যেখানে যে ক্রিয়ার জন্য বিভাগ, সেই বিভাগের আশ্রয় হয়, কিন্তু সেই ক্রিয়ার আশ্রয় হয় না। কিন্তু 'রণাদ্ধাবতো শ্বাদশ্ববারঃ পততি এই ক্ষেত্রে কি মকরে অশ্ব ধ্রুব হবে কারণ এ অশ্ব পতন ক্রিয়ার আশ্রয়। টীকাকারেরা বলেছেন - 'ইত্যত্র বিভাগজনকধাবনক্রিয়াশ্রয়ত্বেপ্যশ্বস্যনক্ষতিঃ' (প্রভাপ্রকাশিকা - সূত্র -১) অর্থাৎ বিভাজনক ক্রিয়ার আশ্রয় যে ধ্রুব হয় যদি ঐ ক্রিয়া জন্য বিভাগের আশ্রয় হয়। এই স্থলে অশ্ব পতনক্রিয়াবিশিষ্ট কিন্তু ঐ পতনক্রিয়া যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ধাবত অশ্বের বিভাগেরজনক। এখানে দুটি বিভাগ হয়েছে। একটি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে অশ্বের বিভাগ। অন্যটি হচ্ছে অশ্ব হতে অশ্ববারের বিভাগ। দুটি বিভাগের উৎপত্তিতে দুটি পতনক্রিয়া হচ্ছে কারণ। প্রথম পতন ক্রিয়ার কর্তা অশ্ব, এই ক্রিয়ার দ্বারা রণক্ষেত্র থেকে ধাবত অশ্বের বিভাগ হয়েছে। অশ্ব এই পতনক্রিয়ার আশ্রয় ও তজ্জন্য বিভাগেরও আশ্রয়। কিন্তু রণক্ষেত্র শুধুমাত্র বিভাগের আশ্রয়। তাই রণক্ষেত্র অবধি বা ধ্রুব। দ্বিতীয় পতন ক্রিয়ার কর্তা হচ্ছে অশ্ববার। এই পতন ক্রিয়ার দ্বারা অশ্ব থেকে অশ্ববারের বিভাগ উৎপন্ন হয়েছে। অশ্ববার এই পতনক্রিয়ার আশ্রয়, ও তৎজ্জন্য বিভাগের ও আশ্রয় কিন্তু অশ্ব শুধুমাত্র বিভাগের আশ্রয় তাই অশ্ববারের পতনে অশ্ব হচ্ছে ধ্রুব বা অবধি। আবার 'মেষৌমেষাবপসর্পতঃ' স্থলে পরস্পর বিভাগের আশ্রয় কিন্তু বিভাগজন্য ক্রিয়ার আশ্রয় হয় না। বলা হয়েছে এখানে দুটি মেষই অপসরণ ক্রিয়ার আশ্রয় হচ্ছে এবং অপসরণ ক্রিয়া জন্য বিভাগেরও আশড়য় হচ্ছে। কিকরে সম্ভব? দুটি মেষ কিভাবে ধ্রুব হবে? সমাধানে বলা হয়েছে দুটী মেষই একে অপরের থেজে অপসরণ করেছে। অর্থাৎ অপসরণ ক্রিয়া দুটি। একটি মেষের বিভাগজন অপসরণ ক্রিয়া অপর মেষে থাকছে না। তাই একটির অপেক্ষায় অপরটি হচ্ছে অবধি। অপসরণক্রিয়ার কর্তা ভিন্ন হওয়ায় ক্রিয়া ও ভিন্ন হয়। দুটি ক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ভাবে অপাদান হবে। টীকাকারের মতে - **'মেষৌমেষাবপসর্পতঃ'** পরস্পরাদিত্যাদিসংগ্রহায়বিভাগাশ্রয়ত্বে সতি বিভাগফলোপধায়কক্রিয়ানাশ্রয়ত্বং বোধ্যং অথাচ মেষয়োরুভয়কর্ম্মজো য়মেকেববিভাগঃ তত্রৈ কস্য কর্ম্মণ্যপস্যাকর্ত্তৃত্বাদেতস্য

কর্ম্মণ্যন্যস্যাকর্ত্তৃত্বাচ্চদ্বয়োর্ব্বিভাগফলোপধায়কক্রিয়ানাশ্রয়ত্বাৎ স্বক্রিয়ায়াং স্বতন্ত্রত্বাচ্চাপাদানত্বকর্ত্তৃতয়োঃ সদ্ভাবাত্তত্রকর্ত্তৃত্ববিবক্ষায়াং মেষাবিতি প্রথমাতয়োরেবাপাদানত্ববিবক্ষায়াং পরস্পরাদিতি পঞ্চমী'। (প্রভাপ্রকাশিকা - সূত্র - ১)
প্রাচীনবৈয়াকরণদের মধ্যে অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ হল পাণিনি রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী। তাঁর মতে অপাদানের প্রধান ও প্রথমসূত্র - 'ধ্রুবমপায়ে পাদানম' (পাণিনীয় - ১/৪/২৮), অপায় বা বিশ্লেষ বোঝালে অবধিভূত ধ্রুব অর্থাৎ বিভাগের যে ক্রিয়ার অবধিস্বরূপ কারকের অপাদান সংজ্ঞা হয়। ধ্রুব শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ 'স্থির'। 'ধ্রু' ধাতুর অর্থ 'স্থৈর্য্য'। এই ধ্রুব শব্দ বলতে আপেক্ষিক স্থিরতাকে বোঝানো হয়েছে। শাশ্বত, কূটস্থ, অচল বা নিষ্ক্রয়, চিরস্থির এখানে ধ্রুবশব্দের অর্থ নয়। এই জন্য বৈয়াকরণরা বলেন - 'প্রকৃতধাত্বর্থানাশ্রয়ত্বে সতি তজ্জন্য বিভাগাশ্রয়ো ধ্রুবম' (গুরুপদহালদার, ব্যারকণদর্শণের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ৩০৯) - বাক্যে যে ধাতু নিষ্পন্নক্রিয়ার প্রয়োগ হবে, সেই ধাতুর অর্থের আশ্রয় না হয়ে সেই ধাতুর অর্থ জন্য বিভাগের আশ্রয় এখানে ধ্রুবশব্দের অর্থ। 'বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি; এই বাক্যে পত ধাতু নিষ্পন্ন পততি ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়েছে। 'পত' ধাতুর অর্থ 'অধোদেশসংযোগানুকুলব্যাপার'। এই রূপ ব্যাপারের আশ্রয় না হয়ে ঐ ব্যাপারের দ্বারা উৎপন বিভাগের আশ্রয় হওয়ায় বৃক্ষ হচ্ছে ধ্রুব। বৃক্ষ ও পর্ণ উভয়েই বিভাগ আছে। পর্ণের পতনক্রিয়ার দ্বারা বিভাগ উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু বিভাগ উভয়নিষ্ঠ। তাহলে অপাদান হবে কোনটি? উত্তরে বলতে হবে, যে ধাত্বর্থের আশ্রয় না হয়ে বিভাগের আশ্রয় হবে সে ধ্রুব বা অপাদান। পর্ণ ধাত্বর্থের পতনের আশ্রয় হচ্ছে এবং পতন জন্য বিভাগেরও আশ্রয় হচ্ছে। বৃক্ষ কিন্তু কেবল বিভাগের আশ্রয় হচ্ছে। বিভাগ জনক ক্রিয়ার আশ্রয় হচ্ছে না, তাই বৃক্ষ হচ্ছে বা অপাদান। এই উদাহরণে বৃক্ষ স্থির বা অচল। কিন্তু 'ধাতবঃ অশ্বাৎ পততি'। এই উদাহরণে অশ্বের চলত্বং প্রকাশিত হয়েছে। এখানে কি ভাবে অপাদানত্ব হবে। তাই এই ধ্রুব শব্দটির তাৎপর্য নিয়ে মহাভাষ্যকার, ভর্তৃহরি, প্রভৃতি ব্যাখ্যাকাররা আলোচনা করেছেন। গতিযুক্তের ক্ষেত্রে কিভাবে অপাদান হবে তা নিয়ে মহাভাষ্যকার তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন - 'অশ্বাৎ ত্রস্তাৎ পতিত' 'রথাৎ প্রবীতাৎ পতিতঃ' ও 'সার্থাদ গচ্ছতো হীনঃ'। (মহাভাষ্য, সূত্র ১/৪/২৮) প্রতিটি ক্ষেত্রে অপায় ঘটেছে অধ্রুব বা সচল বস্তু থেকে। সমাধানে মহাভাষ্যকার বলেছেন অধ্রৌব্য থাকলেও তা বিবক্ষিত নয়, বরং ধ্রুব্যি বিবক্ষিত, তাঁকে অবলম্বন করে অপাদান সংজ্ঞা হতে বাধা নেই। যেমন প্রথম উদাহরণে অশ্বের বর্তমান যে অশ্বত্ব অর্থাৎ আশুগামিত্ব তা ধ্রুব। তারই বিবক্ষা করা হয়েছে। তেমনি দ্বিতীয় উদাহরণে রথ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'রমন্তে অস্মিন', রথের এই রথত্ব ধ্রিব, তারই বিবক্ষ করা হয়েছে। তৃতীয় উদাহরণে 'সার্থে বিদ্যমান যে সার্থত্ব' অর্থাৎ সহার্থী ভাব তা হল ধ্রুব, তারই বিবক্ষা করা হয়েছে।ভাষ্যে উক্ত হয়েছে 'গতিযুক্তেষু অপাদানসংজ্ঞা নোপপদ্যতে, অধ্রুবত্বাত। গতিযুক্তেষু অপাদানসংজ্ঞা নোপপদ্যতে। .... অশ্বাৎ ত্রস্তাৎ পতিতঃ........ কিং কারণম? অধ্রৌব্যস্য অবিবক্ষিতত্বাত। ন বা এষ দোষঃ। কিং কারণম? অধ্রৌব্যস্য অবিবক্ষিতত্বাত। নাত্র অধ্রৌব্যং বিবক্ষিতম। কিং তর্হি? ধ্রৌব্যম। ইহ তাবদশ্বাৎ ত্রস্তাৎ পতিত ইতি যৎ তৎ অশ্বে অশ্বত্বমাশুগামিত্বং তৎ ধ্রুবম তচ্চ বিবক্ষিতম'। ইতি (মহাভাষ্য, সূত্র ১/৪/২৪) ভাষ্যকারের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কৈয়ট তাঁর 'প্রদীপ' টীকায় এবং নাগেশ ও তাঁর টীকায় বলেছেন ধ্রুবশব্দের অর্থ একরূপ। কিন্তু ধ্রুবতা নিরবচ্ছিন্ন বয় অর্থাৎ নিরপেক্ষ নয়, অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ সাপেক্ষ। কোন একটি ক্রিয়া অপেক্ষা একটি পদার্থ অধ্রুব হতে পারে, আবার অন্য একটি ক্রিয়ার অপেক্ষায় পদার্থটি ধ্রুব হতে পারে। তাই তাঁরা বলেছেন ধ্রুব শব্দের অর্থ হল প্রকৃত ধাতুর দ্বারা, উপস্থাপিত ক্রিয়ার দ্বারা যে আবিষ্ট হয় না। 'অশ্বাৎ এস্তাৎ পতিতঃ' - এই বাক্যে প্রকৃত ধাতু হল পত। এই ধাতুর অর্থ অধোগমনরূপ ক্রিয়া, সেই ক্রিয়ার দ্বারা অশ্ব আবিষ্ট হচ্ছে না, কিন্তু আবিষ্ট হচ্ছে দেবদত্ত প্রভৃতি ব্যক্তি বিশেষ। সুতরাং অশ্ব সচল বা নিশ্চল যাই হোক না তাঁকে ধ্রুবরূপে গ্রহণ করা যায়। কৈকট আর একটি ব্যবস্থার কথা ও বলেছেন - এখানে দুটি ক্রিয়া পাওয়া যায়। একটি হল ত্রাস, অপরটি পতন। ত্রাসের অপেক্ষায় অশ্ব অধ্রুব হলেও পতনের অপেক্ষায় অশ্ব ধ্রুব। সুতরাং গতিযুক্ত হলেও সে ধ্রুব ও অপাদান হতে পারে। প্রদীপ টীকায় উক্ত হয়েছে- 'অচলং ধ্রুবমেকরূপং চেতি পরিস্পন্দে ধ্রুবতা নাস্তীতি মন্যতে। অশ্বাৎ ত্রস্তাদিতি। ত্রাসপূর্বকে পরিস্পন্দে অনেকার্থত্বাদ ধাতূনাং ত্রসির্বর্ততে। ত্রস্তশ্চ অশ্বঃ পাতস্য নিমিত্তমিতি পূর্বমশ্বস্য ত্রস্তত্বেন সম্বন্ধঃ, পশ্চাৎ পতিত ইতনেনেতি ধ্রুবতা অশ্বস্য নাস্তি। ন বেতি। অয়মর্থঃ। ধ্রুবমেকরূপমুচ্যতে। তচ্চ ধ্রৌব্যমপায়বিষয়মাশ্রীয়তে, ন তু অনবচ্ছিন্নম। ততঃ অপায়ে যদনাবিষ্টং তদপায়ে ধ্রুবমুচ্যতে। দেবদত্তকর্তৃকে চ পাতে ত্রস্তস্যাপি অশ্বস্য অপায়ানাবেশাৎ ধ্রবত্বম, দেবদত্তস্যৈব অপায়াবেশাদ অধ্রুবত্বম। অথ বা অশ্বস্য ত্রস্তত্বাদ যদ অধ্রৌবং তৎ প্রথমমবিবক্ষিতমিত্যর্থঃ। তথা হি কারকস্য পূর্বং ক্রিয়য়া সমন্বয়ঃ। স চ শ্রুতিপ্রাপিত উচ্যতে। পশ্চাৎ বিশেষণেন বাক্যীয়ঃ সম্বন্ধঃ। ততশ্চ অশ্বাৎ পতিত ইতি সম্বন্ধে নাস্তি অশ্বস্য অধ্রুবত্বম। পশ্চাৎ ত্রস্তত্বেন সম্বন্ধে সত্যপি অধ্রৌব্যে অন্তরঙ্গা সংজ্ঞা ন নিবর্ততে। অথ বা ত্রস্তস্যাপি অপাদানত্বম, সত্যপি ত্রাসপক্ষে অধ্রবত্বে পাতং প্রতি ধ্রবত্বাৎ' ইতি (প্রদীপ, মহাভাষ্য সূত্র (১/৪/২৮,দ্রঃ- বাক্যপদীয়ে, সাধনসমুদ্দেশ, পৃষ্ঠা - ১৫২)
বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি ও অবধি গতিহীন নাকি গতিবিশিষ্ট তা নিয়ে আলোচনা করেছেন-

“দ্রব্যস্বভাবো ন ধৌব্যমিতি সূত্রে প্রতীয়তে।
অপায়বিষয়ং ধৌবং যৎ তু তাবদ বিবক্ষিতম”।।

(বাক্যপদীয়ে, সাধনসমুদ্দেশ, ১৩৮)

ধ্রুবমপায়ে পাদানম সূত্রে ধ্রুবশব্দের বিশেষ অর্থ গ্রহণ করতে হবে । ধ্রুবত্ব বলতে নিষ্ক্রিয়ত্ব বা কূটস্থত্ব রূপ কোন স্থায়ী বস্তুধর্মকে বোঝায় না । ‘বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি’ স্থলে বিভাগের আশ্রয় বৃক্ষ ও পর্ণ উভয়ই, কিন্তু পতনক্রিয়ার দ্বারা পর্ণই আবিষ্ট হয়, বৃক্ষ আবিষ্ট হয় না । তাই বৃক্ষই ধ্রুব । আবার ‘ধাবতঃ অশ্বাৎ পতিতঃ দেবদত্তঃ স্থলে অশ্ব পতনক্রিয়ার দ্বারা অনাবিষ্ট, ঐ ক্রিয়ার দ্বারা আবিষ্ট হচ্ছে দেবদত্ত, সুতরাং সাধারণ অর্থে অশ্ব অধ্রুব হলেও পারিভাষিক অর্থে অশ্ব ধ্রুবই । তাই বেগযুক্ত হয় তাকে অধ্রুব গণ্য করা হয় । তাই তিনি বলেছেন –

“ সরণে দেবদত্তস্য ধ্রৌব্যং পাতে তু বাজিনঃ
আবিষ্টং যদপায়েন তস্যাধ্রৌব্যং প্রচক্ষতে ।।”

(বাক্যপদীয়ে, সাধনসমুদ্দেশ, ১৩৯)

এই প্রসঙ্গে বাক্যপদীয়ের টীকাকার হেলারাজ বলেছেন – “ ধ্রুবং কূটস্থং নিষ্ক্রিয়মিতি দ্রব্যস্বভাবো ধ্রৌব্যং সূত্রে ন প্রত্যেতব্যম, অপি তু অসন্তষ্টচলনঃ, অত্র ধ্রুবশব্দঃ। তথা হি অপায়ে সাধ্যে যদ্ ধ্রুবং তেন অপায়েন অসংস্পৃষ্টমিত্যেষঃ অর্থঃ । এবং চ কৃত্বা ধাবতঃ অশ্বাৎ পতিত ইত্যত্র পাতস্য অশ্বকর্তৃকত্বাভাবাৎ তেন অনাবেশে ধ্রুবতা অশ্বস্য তত্র অস্ত্যেব । সংরদ্ধোদাসীনসাধনসাধ্যো হি অপায়ঃ । তত্র অশ্ব উদাসীনঃ অপেতো তু সংরদ্ধঃ ।”

কাশিকাকারের মতে ‘বৃক্ষাৎ পত্রং পতিত’; ইত্যাদি উদাহরণে বৃক্ষ, পতন ক্রিয়ার দ্বারা উৎপাদ্য বিভাগের আশ্রয় অথচ পতন ক্রিয়ার আশ্রয় নয় সুতরাং উক্তস্থলে বৃক্ষেরই অপাদান সংজ্ঞা হয়, কিন্তু পত্র পতনক্রিয়ার আশ্রয় হওয়ার তার অপাদান সংজ্ঞা হয় না । আবার ‘ ধাবতো শ্বাৎ পতিতো দেবদত্তঃ’ উদাহরণে ধাবন ক্রিয়া বিশিষ্ট অশ্ব থেকে দেবদত্তের পতন । অশ্বে ধাবন ক্রিয়া থাকলেও পত্ ধাত্বর্থবিভাগোৎপাদকব্যাপাররূপ ক্রিয়া তাতে নেই । তাই অপাদান হতে বাধা নেই ।আবার নাগেশ অপাদানের লক্ষণ করেছেন –‘ তত্তৎকর্তৃসমবেততত্তৎক্রিয়াজন্যপ্রকৃতধাত্ববাচ্যবিভাগশ্রয়ত্বম্’ (নাগেশ, পরমলঘুমঞ্জুষা, কারকনিরূপণম্) অর্থাৎ সেই সেই কর্তায় সমবেত সেই সেই ক্রিয়াজন্য প্রকৃত ধাতুর অবাচ্য বিভাগশ্রয়ত্ব অপাদানত্ব । ভট্টোজিদীক্ষিত ‘ বৃক্ষাৎ পর্ণং পতিত’ না বলে ‘গ্রামাদায়তি’ এই উদাহরণ দিয়েছে । এখানে প্রকৃত ধাতু আঙ্- উপসর্গপূর্বক ‘যা’ ধাতু । এই ধাতুর অর্থ আগমন, কর্ত্তার বিভাগ । ‘আগমনকর্তা ক্রিয়ার আশ্রয় ও ক্রিয়াজন্য বিভাগেরও আশ্রয় । গ্রাম আগমনক্রিয়ার আশ্রয় না হয়ে আগমনক্রিয়াজন্য বিভাগের আশ্রয় হচ্ছে বলে ধ্রুব বা অপাদান হয়েছে । ‘ধাবতো শ্বাৎ পততি’ স্থলে অশ্ব ধাবন ক্রিয়াযুক্ত হলেও ধ্রুব হচ্ছে । কারণ ধ্রুব শব্দের দ্বারা প্রকৃত ধাতুর অর্থের আশ্রয় না হয়ে সেই ধাতুর অর্থ জন্য বিভাগের আশ্রয়কে বোঝানো হয়েছে ।

কিন্তু ‘পর্বতাৎ পততো শ্বাৎ পততি দেবদত্তঃ এই স্থলে অশ্ব তো পতন ক্রিয়ার আশ্রয় হচ্ছে । তা হলে তার ধ্রুবত ব্যাহত হচ্ছে । কিন্তু পঞ্চমী বা অপাদান হয়েছে । কারণ অশ্ব ধাবন ক্রিয়ার আশ্রয় হলেও যেমন ধ্রুব হয়; তেমন পতনক্রিয়ার আশ্রয় হলেও ধ্রুব হবে । ভর্তৃহরি তার ‘ বাক্যপদীয়’ গন্থে বলেছেন ‘ পর্বতাৎ-পতিতাদ্ অশ্বাৎ পতিতো দেবদত্তঃ’ ইত্যাদিক্ষেত্রে ‘অশ্বে’ পত্ ধাতুর অর্থ পতনরূপব্যাপার এবং তজ্জনিত বিভাগ দুই-ই আছে । সুতরাং পতিত অশ্বের অপাদান সংজ্ঞা কি ভাবে হতে পারে ? তার উত্তরে বলেছেন-

“পততো ধ্রুব এবাশ্বো যস্মাদশ্বাৎ পতত্যসৌ ।
তস্যাপ্যশ্বস্য পতনে কুড্যাদি ধ্রুবমিষ্যতে।”

(বাক্যপদীয়ে, সাধনসমুদ্দেশ, ১৫৪)

অর্থাৎ অশ্ব থেকে দেবদত্ত প্রভৃতি পতিত হয়, সেই পতনশীল দেবদত্ত প্রভৃতির প্রতি অশ্বই ধ্রুব এবং সেই অশ্বেরও পতনে কুড্য পর্বত প্রভৃতিকে ধ্রুব বলে গণ্য করা হয় । ভূষণসারের মতে ‘তদ্ বিশ্লেষহেতু সতি’ অর্থাৎ লক্ষণে বিশ্লেষসামান্য কে নয়, বিশ্লেষব্যক্তিকে গ্রহণ করতে হবে । অশ্ব পর্বতনিষ্ট বিভাগের জনক যে ক্রিয়া সেটি অশ্বনিষ্ট, পর্বত সেই ক্রিয়ার আশ্রয় নয়, সুতরাং পর্বত অপাদান হল, আবার অশ্ব-কর্তৃনিষ্ট বিভাগের জনক যে ক্রিয়া সেই ক্রিয়াটি কর্তৃনিষ্ট, অশ্বনিষ্ঠ নয়, সুতরাং অশ্ব অপাদান হতে পারে ।

আবার প্রশ্ন হলো যে ‘ পরস্পর-মেষাদপসরতঃ’ দুটি মেষ পরস্পর অপসরণ করছে এই স্থলে অপসারণের কর্তা মেষ এবং অবধিভূত মেষ, আবার তাদের বিভাগ ও এক এবং সেই বিভাগের হেতু স্বরূপ অপসরণ ক্রিয়ারও আশ্রয় মেষ- এই অবস্থায় পরস্পর অপসরণ ক্রিয়ার অপাদান কি করে হতে পারে ? এর উত্তরে ভর্তৃহরি বলেছেন-

“ মেষান্তর ক্রিয়াপেক্ষামবধিত্বং পৃথক্ পৃথক্ ।
মেষায়োঃ স্বক্রিয়াপেক্ষাং কর্তৃত্বং চ পৃথক্ পৃথক্ ।।”

(বাক্যপদীয়, সাধনসমুদ্দেশ, ১৪১)

এক্ষেত্রে বলতে হবে দুটি বিভাগ এবং দুটি ক্রিয়া । ধরা যাক প্রথম মেষ দ্বিতীয় মেষ থেকে বিভক্ত হচ্ছে । এটি একটি বিভাগ । এর কারণ হচ্ছে প্রথম মেষনিষ্ঠ অপসরণ এবং অপসরণের কর্তা হল প্রথম মেষ । সে ক্রিয়ার দ্বারা আবিষ্ট, অতএব সে অধ্রুব । কিন্তু দ্বিতীয় মেষ ক্রিয়া দ্বারা আবিষ্ট নয়, অতএব সে ধ্রুব, তার অপাদান সংজ্ঞা হল, আবার অন্য বিভাগটি হল দ্বিতীয় মেষ প্রথম মেষ থেকে বিভক্ত হচ্ছে। এর কারণ দ্বিতীয় মেষনিষ্ঠ অপসরণ । দ্বিতীয় মেষ কর্তা, ক্রিয়ার দ্বারা আবিষ্ট এই অধ্রুব। প্রথম মেষ ক্রিয়ার দ্বারা আবিষ্ট নয়, অতএব ধ্রুব । তার অপাদান সংজ্ঞা হবে । এই ভাবে পরস্পরের অপেক্ষায় উভয় মেষই ধ্রুব ও অধ্রুবরূপে গণ্য হতে পারে।

ভট্টোজিদীক্ষিত কিন্তু ‘ধাবতো শ্বাৎ পততি’ বলেই বিরত থেকেছেন । টীকাকারেরা এই প্রসঙ্গে মতামত প্রদর্শন করে বলেছেন এই ভাবে-এইরূপ বস্তুস্থিতিতে এই যুযুৎসু মেষ দুটির দ্বিতীয় বারমস্তকদ্বয় সংযোগের জন্য পশ্চাদপসরণে যে বিভাগ হচ্ছে, সেই বিভাগের অবধি কে হবে ?ধ্রুব হবে কে ? আগে আলোচনা করা হয়েছে,- যে ক্রিয়ার আশ্রয় হবে না অথচ ঐ ক্রিয়াজন্য বিভাগের আশ্রয় হবে, সে হবে অবধি বা ধ্রুব । এখানে তো দুটি মেষই পরস্পরক্রিয়ার আশ্রয় হচ্ছে এবং অপসরণ ক্রিয়াজন্য বিভাগেরও আশ্রয় হচ্ছে । ‘প্রকৃত-ধাত্বর্থানাশ্রয়ত্বে সতি তজ্জন্য বিভাগাশ্রয়ত্বং ধ্রুবত্বম’ এই পূর্বোক্ত পরিভাষা অসঙ্গত হয়ে যাচ্ছে । এই জন্য পঞ্চমী হচ্ছে । কিন্তু দুটি মেষ অবধি হবে কিভাবে ? এর উত্তরে বলা হয়েছে ‘মেষান্তরক্রিয়াপেক্ষমবধিত্বং পৃথক্’ অর্থাৎ দুটি মেষই অপসরণ করছে । সুতরাং অপসরণ ক্রিয়া দুটি । একটি মেষের বিভাগ জনক অপসরণক্রিয়া অপর মেষে থাকছে না । এই জন্য একটির অপেক্ষায় অপরটি হচ্ছে অবধি বা ধ্রুব । এই ভাবে দুটি মেষই অবধি হতে পারে।

প্রয়োগরত্নমালা সূত্রে অপাদানের দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হল ‘ যত আদান’। আঙ্ পূর্বক দা ধাতুর অর্থ গ্রহণ। স্বকর্তৃক কিছু গ্রহণ করা হলে যার থেকে গ্রহণ তা অপাদান হ। তাই প্রয়োগরত্নমালার টীকায় বলা হয়েছে -‘ তথাচ যদীয়বস্তুনাং স্বকর্তৃকাবিনিযোজ্যত্বাপাদানেচ্ছা তদপাদানমিত্যথঃ’ ইতি। যথা উপাধ্যায়াদিতি। এই অংশটির পাণিনির সূত্র-‘ আখ্যাতোপযোগে’ (১/৪/২৯) সূত্রের অনুরূপ। উপযোগে শব্দের অর্থ নিয়মপূর্বক বিদ্যাগ্রহণ এবং আখ্যাত শব্দের অর্থ প্রতিপাদায়িতা। নিয়মপূর্বক বিদ্যাগ্রহণ করলে যিনি বক্তা তিনি অপাদান হয়। উপযোগ না বোঝালে অপাদান হবে না। ‘নাটস্য গাথাং শৃণোতি’। এখানে নট আখ্যাত হলেও উপযোগ না থাকায় অপাদান হবে না।

‘আখাতপযোগে সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি প্রথমে উপযোগ শব্দটি কি ভাবে এবং কেন নিয়মপূর্বক বিদ্যাগ্রহণরূপে অর্থ হল তা আলোচনা করে তিনি ‘উপযোগে’ পদটির সার্থকতা প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেছেন । ‘ধ্রুবমপায়ে অপাদানম্’ এর সামান্যলক্ষণ আনুসারেই ‘আখ্যাতপযোগে’ ইত্যাদি সূত্র এবং উদাহরণ সিদ্ধহবে । ‘ উপাধ্যায়াদধীতে’ ক্ষেত্রে উপাধ্যায় অবধিভূত কারক, এবং বিশ্লেষ দৃশ্য নয় বলে বৌদ্ধ অপায় স্বীকার করেছেন । প্রয়োগরত্নমালাতে অপাদান কারকের ক্ষেত্র হিসাবে বলা হয়েছে ‘যতোরক্ষাবারণান্তর্দ্ধি’ । এখানে রক্ষ্ ধাতুর অর্থ রক্ষণপূর্বক বারণ । অর্থৎ রক্ষ্ বা বারণার্থক ধাতুর যোগে কর্তার ইপ্সিত বিষয় অপাদান হয়। যথা-‘কূপাদ্ অন্ধং রক্ষতি, যবেভ্যোগাম্বারয়তিক্ষেত্রী’। পাণিনি এ বিষয়ে সূত্র হল ‘বারণার্থনামীপ্সিতঃ’ (১/৪/২৭)। মহাভাষ্যে সূত্রের ইপ্সিত শব্দটিকে ‘অভিপ্রেত’ এই সাধারণ অর্থে গ্রহণ করে আপত্তি করে সূত্রটির অব্যাপ্তি দোষ তুলেধরা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু উদাহরণে এই সুত্রের দ্বারা অপাদান সংজ্ঞা সিদ্ধ হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা সম্ভব হচ্ছে না । যেমন- যবেভ্যো গাং বারয়তি- এই উদাহরণে বারণ ক্রিয়ার কর্তার যদি মাষের অধিকারী হন তবেই মাষ ঈপ্সিত হতে পারে । গো দ্বারা ভক্ষিত হয়ে নিজস্ব মাষ যেন বিনষ্ট না হয় এজন্যই কর্তা বারণ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেছেন । কিন্তু যদি প্রকৃতপক্ষে বারণের কর্তা গো – র অধিকারী হন তাহলে গো -র অধিকারী হন তাহলে গো হবে তার ঈপ্সিত, অর্থৎ তার নিজস্ব গোটি যেন কোনপ্রকারে বিপদ্গ্রস্ত না হয় । সেক্ষেত্রে মাষ ঈপ্সিত না হওয়ার তার অপাদান সিদ্ধ হবে না । এর উত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য হল-ঈপ্সিত শব্দটিকে রূঢ় অর্থে গ্রহণ করা সঙ্গত নয় । এখানে ঈপ্সিত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গ্রহণ করতে হবে । অর্থাৎ কর্তা

বারণক্রিয়ার দ্বারা যাকে পেতে ইচ্ছা করবেন তাকে এখানে ঈপ্সিত শব্দে গ্রহণ করতে হবে। মাষ এখানে বারণ ক্রিয়ার বিষয়, অতএব ঈপ্সিত। সুতরাং মাষ স্বকীয় বা পরকীয় যাই হোক না কেন অপাদান সংজ্ঞা হতে বাধা থাকে না। প্রয়োগে বলা হয়েছে অন্তর্দ্ধি অর্থাৎ ব্যবধানরূপে কারণের দ্বারা যে বিশেষ কর্তার দ্বারা দর্শণের অভাব ইচ্ছা করা হয় সেই কারক অপাদান সংজ্ঞা হয়। যেমন- 'উপাধ্যায়াদ্ অন্তর্দ্ধত্তেশিষ্যঃ'। 'যতো জন্মভীঃ' অর্থৎ উৎপত্তির কারণ অপাদান হয়। এবং ভয়ার্থক ধাতুর প্রয়োগে ভয়ের হেতু অপাদান হয়। যেমন –'ব্যাঘ্রাদ্ ভীরস্যজাতা'। পরাপূর্বক জি ধাতুর প্রয়োগে অসহ্য বিষয়ে অপাদান হয়।

প্রয়োগরত্নমালাব্যাকরণে অপাদান বিধায়ক দ্বিতীয় সূত্রটি হল-' প্রভুবঃ প্রভবঃ' অর্থাৎ যে প্রকাশিত হয় এবং প্রথম প্রকাশ পায় তার অপাদান সংজ্ঞা হয়। যেমন- 'গঙ্গাহিমাদ্রেঃ প্রভবতস্যস্যৌ'।

এ প্রসঙ্গে পাণিনি সূত্রটি হল-' ভুবঃ প্রভবঃ' (১/৪/৩১)। সাধারণভাবে সূত্রটির অর্থ- ভূ ধাতুর কর্তার যে প্রভব অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান তার অপাদান সংজ্ঞা হয়। যেমন –' হিমবতো গঙ্গা প্রভবতি'। এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে 'জনিকর্ত্যঃ প্রকৃতিঃ' সূত্রের দ্বারাই তো এখানে অপাদান হতে পারে, কারণ হিমালয় গঙ্গার প্রকৃতি। তাই টীকাকাররা বলেছেন প্রভবতি পদটির অর্থ প্রথম প্রকাশ, উৎপত্তি নয়।

অপাদানবিধায়ক তৃতীয় সূত্রটি হল-'জুগুপ্সতের্ব্বরমতেঃ প্রমদেরপি কর্মযৎ। তদপাদানমিচ্ছন্তি'। অর্থাৎ জুগুপ্সা শব্দের অর্থ নিন্দা, বিরাম শব্দের অর্থ বিরতি এবং প্রমাদ শব্দের অর্থ অনবধানতা। এই সব অর্থ বোঝায় এমন ধাতুর ক্ষেত্রে অপাদান সংজ্ঞা হবে। যেমন *'অধর্মাৎপ্রমাদ্যতি', ' অধর্মাৎবিরমতি'।*

অপাদান সংজ্ঞা বিধায়ক একটি বার্ত্তিক রচিত হয়েছে ***' জুগুপ্সাবিরাম্প্রমাদার্থনামুপসংখ্যানম্।' 'পাপা জ্জুগুপ্সতে। বিরমতি। ধর্মাৎ প্রমাদ্যাতি'*** ইতি। অর্থাৎ জ্জুগুপ্সার্থক, বিরমার্থক ও প্রমাদার্থক ধাতুর প্রয়োগ থাকলে যাকে ঘৃণা, যাকে বিরত এবং যাকে প্রমাদ করে তার উত্তর অপাদান সংজ্ঞা হয়। এই গুণাদি পদার্থের অপাদান সংজ্ঞা পাণিনির প্রথম সূত্র ***'ধ্রুবম্পায়ে পাদানম্'*** সূত্রের দ্বারা সাধিত হয় না।কিন্তু অধর্ম, ধর্ম, প্রভৃতি গুণও অপাদান হয়। তাই গুণাদির অপাদান সংজ্ঞা বিধানের জন্য এই বার্ত্তিক বাক্যে। কিন্তু ভাষ্যকার এই বার্ত্তিক সহ পাণিনির বাকি সাতটি সূত্রের প্রয়োজন স্বীকার করেননি। সূত্রে পঠিত অপায়শব্দ বিভাগকে বোঝালেও ঐ বিভাগ যে সর্বত্র সর্বদা বস্তনিষ্ঠই হবে তা নিয়ন্ত্রিত নয়।বুদ্ধিকৃত অপায় বা বিভাগও হতে পারে। পাপাদ্ জুগুপ্সতে বললে বোঝা যেতে পারে যে, কোন বিবেচক ব্যক্তি পাপকে দুঃখের কারণ মনে করেছে। অর্থাৎ তার বুদ্ধিতে পাপশব্দের অর্থ সমৃদ্ধ আছে। তাই পাপের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধের অপায় বিবক্ষিত হতে পারে। এই ভাবে অপায় হয়ে পাপ অপাদান হবে। এইভাবে পাপাদ্ বিরমতি স্থলেও বুদ্ধিকৃত অপায় স্বীকার করে অপাদান সংজ্ঞার ব্যবস্থা হবে। একই ভাবে ***'ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ'*** ইত্যাদি আরো সাতটি সূত্রে যে অপাদান বিহিত হয়েছে তা ভাষ্যকারের মতে প্রয়োজন নেই। সব ক্ষেত্রেই 'ধ্রুবমপায়ে পাদানম্' সূত্রের দ্বারাই অপাদান হতে পারে। অপায় দুই প্রকার বাস্তব ও বৌদ্ধ। বৌদ্ধ অপায় স্বীকার করে একটি সূত্রের দ্বারাই সর্বত্র অপাদানসংজ্ঞা সিদ্ধ করা সম্ভব। ভাষ্যে উক্ত হয়েছে-***'অয়ং যোগঃ শক্যো বক্তুম। কথং বৃকেভ্যো বিভেতি দস্যুভ্যো বিভেতীতি য এষ মনুষ্যঃ প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী ভবতি স পশ্যতি যদি মাং বৃকাঃ পশ্যন্তি ধ্রুবো মে মৃত্যুরিতি। স বুদ্ধ্যা সংপ্রাপ্য নিবর্ত্ততে। তত্র 'ধ্রুবমপায়ে পাদানম্' ইত্যের সিদ্ধম। ইহ চৌরেভ্যস্ত্রায়ত ইতি য এষ মনুষ্যঃ প্রেক্ষাপূর্বকারী সুহৃদ্ ভবতি স পশ্যতি যদীমং চৌরাঃ পশ্যন্তি ধ্রুবমস্য বধবন্ধনপরিক্লেশা ইতি। স বুদ্ধ্যা সংপ্রাপ্য নিবর্ত্তয়তি। তত্র 'ধ্রুবমপায়ে পাদানমিত্যেব সিদ্ধম্।"*** ভর্তৃহরি এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকারের মত নিজের ভাষায় উল্লেখ করেছেন। তিনি পয়াদানে তিনটি বিভাগ করেছেন ১) নির্দিষ্ট বিষয়, ২) উপাত্তবিষয়, এবং ৩) অপেক্ষিতক্রিয়া। তার মতে 'পঞ্চমী বিভক্তে' সূত্রের দ্বারা বিহিত পঞ্চমী ক্ষেত্রে অপেক্ষিত ক্রিয়া পাদান বুঝতে হবে।এবং 'ভীত্রার্থানাম্' ইত্যাদির ক্ষেত্রে বুঝতে হবে উপাত্তবিষয় অপাদান।ভর্তৃহরি তার বাক্যপদীয়গ্রন্থে বলেছেন-

"নির্ধারণে বিভক্তে যো ভীত্রাদীনাং চ যো বিধিঃ
উপাত্তাপেক্ষিতাপায়ঃ সো বুধপ্রতিপত্তয়ে।"

(বাক্যপদীয়ে, সাধনাসমুদ্দেশ ১৪৭)

আলোচ্য বিষয়ে কাশিকাকার জয়াদিত্য ও বামন, সংক্ষিপ্তসারকার ক্রমদীশ্বর, বোপদেব এবং হরিণানামৃতব্যাকরণে শ্রীজীবগোস্বামী, পাণিনি এবং কাত্যায়নকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু জৈনেন্দ্রব্যাকরণে এবং সুপদ্মব্যাকরণে পতঞ্জলি অনুসৃত হয়েছে।

পাণিনিব্যাকরণের মত অপাণিনীয়ব্যাকরণেও অপাদান বিধায়কসূত্র নিয়ে মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অপাণিনীয় ব্যাকরণের মধ্যে অন্যতম হল কলাপ ব্যাকরণ । কলাপ ব্যাকরণে দুটি সূত্রের দ্বারা অপাদান সংজ্ঞার বিধান দেওয়া হয়েছে । 'যেতো পৈতিভয়মাদত্তে বা তদপাদানম্' (কলাপব্যাকরণ, সূত্র -২২৪) অর্থাৎ 'যস্মাদপৈতি, যস্মাদ্ ভয়ং ভবতি, যস্মাদাদত্তে বা তৎ কারকম্ অপাদানসংজ্ঞং ভবতি ।' এখানে তিনটি ক্ষেত্রে অপাদান সংজ্ঞা বিহিত হয়েছে । প্রথমত 'অপৈতি,পদটির অর্থ হল অপায় । অপায় শব্দের অর্থ বিভাগ বা নাশ । উদাহরণ 'বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি' । এখানে পূর্বে বৃক্ষে পর্ণ সংযুক্ত ছিল, বায়ুবেগে পর্ণ স্পন্দিত হাওয়ার সংযোগ ধ্বংস হল বা বিভাগ উৎপন্ন হল এবং তার দ্বারা সংযোগ সম্বন্ধের বিনাশ ঘটলো । বোপদের অপাদান সংজ্ঞার পরিবর্তে 'জ' পরিভাষা ব্যবহার করে সূত্র করেছেন- 'যেতো পায়ভীজুগুপ্সাপরাজয়-প্রমাদাদানাভূত্রাণবিরামন্তরদ্ধিবারনং জং পী' (মুগ্ধবোধব্যাকরণ, কারকপাদ, সূত্র-৩০০) অর্থাৎ যার থেকে অপায় বা বিশ্লেষ হয়ে, ভয় পায়, জুপুপ্সা, গর্হায়া, চিত্তনিবৃত্তি, পরাজয়, সোঢ়মশক্তি, প্রমাদ, অববধনতা, আদান ও নিয়মতো বাক্যগ্রহণ, ভূঃ উৎপত্তি, প্রাদুর্ভাব, ত্রাণ ও রক্ষা, বিরাম, অশ্রদ্ধা, অন্তর্ধি, বারণ বোঝালে অপাদান হবে । এইগুলি ক্ষেত্রে অপায় অর্থাৎ বিশ্লেষ হলে যেটি অবধি তার বিবিক্ষা অর্থে 'জ'সংজ্ঞা অর্থাৎ অপাদান সংজ্ঞা হয় । সারস্বতব্যাকরণে অপাদান সংজ্ঞার প্রথম সূত্র হল 'বিশ্লেষা বধী পঞ্চমী' (সারস্বতব্যাকরণ, কারকপ্রকরণ, সূত্র- ৮)। বৃত্তিতে বলা হয়েছে 'বিশ্লেষো বিভাগস্তত্র যো বধিঃ স চলাতয়া অচলতয়া বা বিবক্ষিতস্তত্রাপাদানে পঞ্চমী স্যাৎ । ধাবতো শ্বাৎ পততি ।'ইতি, বিশ্লেষ অর্থাৎ বিভাগ হলে যে অবধি তা ক্রিয়াবান তা ক্রিয়াশূণ্য রূপে বিবক্ষিত হয়, তা অপাদান, 'ধাবতো শ্বাৎ পততি' এখানে অশ্বাৎ পঞ্চমী ।এই ব্যাকরণে অপাদানকে ধ্রুব বলা হয়েছে । ধ্রুব শব্দের অর্থ বিভাগ জনক ক্রিয়াহীন । অশ্ব স্পন্দনরূপ ক্রিয়ার আশ্রয় হলে তা বিভাগের জনকক্রিয়ার আশ্রয় নয়। বিভাগ জনক ক্রিয়া যে বিভক্তি হবে, পত্র ও আরোহী তাতে সমবেত থাকে । যে স্থান থেকে বিভাগ হবে সেই বিভাগের আশ্রয় অপাদান । ক্রিয়াবান হতে পারে আবার নাও হতে পারে ।হরিনামামৃতব্যাকরণে অপাদানকারক বিধায়ক সূত্র হল- 'অপায়াদিষ্ববধিরপাদানম্' (হরিনামামৃতব্যাকরণ, কারকপ্রকরণ, সূত্র - ৭৫) । অর্থাৎ অপায় ক্রিয়া হলে যা অবধিভূত তা অপাদান সংজ্ঞা হয় । চান্দ্রব্যাকরণে, সূত্রিত হয়েছে 'অবধেঃ পঞ্চমী' অর্থাৎ অবধি অর্থে পঞ্চমী হচ্ছে বিভাগ বা বিশ্লেষ হলে যেটি অবধি তার পঞ্চমী বিভক্তি হয় ।

মূলগ্রন্থ সমূহ

১/ অষ্টাধ্যায়ীসূত্রপাঠ, সংশোধিতসংস্করণ, ব্রহ্মদত্তজিজ্ঞাসু সম্পাদিত, ১০ম সং - ১৯৭৭, রামলালকপূরট্রাস্ট, হরিয়ানা ।

২/ 'কাতন্ত্র ব্যাকরণ,Ed. R.S. SAINI, BHARATIYA VIDYAPRAKASHAN, VARANASI,1987 .

৩/ চান্দ্র ব্যাকরণ, E.d KSHITISH CHANDHA CHATTERJI, Part I (Chapters 1-3), POONA, 1953 .

৪/ নিরুক্ত, অমরেশ্বর ঠাকুর অনূদিত ও সম্পাদিত, আশুতোষ সংস্কৃত গ্রন্থমালা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং, ১ম ভাগ ১৯৫৫ এবং ৪র্থ ভাগ ১৯৭০ ।

৫/ পরমলঘুমঞ্জুষা, কিরণাবলীটীকা সহ, লোকমনিদাহাল সম্পাদিত, চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারানসী, ২০১৩ ।

৬/ প্রয়োগতন্ত্রমালা ব্যাকরণ, শিবনাথশাস্ত্রি সম্পাদিত ও প্রকাশিত, অসম সংস্কৃতবোর্ড, গুবাহাটীত, ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ ।

৭/ বাক্যপদীয় তৃতীয়কান্ড দ্বিতীয়ভাগ, শ্রীরঘুনাথশর্মা সম্পয়াদিত, সম্পূর্ণানন্দসংস্কৃতবিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ ।

৮/ ব্যুৎপত্তিবাদ, সুদর্শণাচার্যবিরচিত আদর্শটীকাসহ, রাধাবল্লভত্রিপাঠী ও হরোরামত্রিপাঠী সম্পাদিত, রাষ্ট্রিয়সংস্কৃতসংস্থান, নবদেহলী, প্রথমসংস্করণ ২০১১ ।

৯/ বাল্মীকি-রামায়ণ, তর্করত্ন পঞ্চানন সম্পাদিত, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ ১৪০৭,পুনর্মদ্রণ ১৪২২ ।

১০/ বৈয়াকরণভূষণসার, নন্দকিশোরশাস্ত্রী এবং সীতারামশাস্ত্রী সম্পাদিত, চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বরানসী, ২০০৯৬ ।

১১/ বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী, বালমনোরমা তত্ত্ববোধিনী সহ, গিরিধরশর্মা ও পরমেশ্বরানন্দশর্মা সম্পাদিত, মোতীলালবনারসীদাস, ১মভাগ, প্রথমসংস্করণ, (দিল্লী) ১৯৬৫। পুর্ণমুদ্রপণ (দিল্লী) ২০০৫ ।

১২/ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ', নিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারী সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ - ১৩৯১ ।
১৩/ মহাভাষ্য, বানীবিলাসপ্রকাশন, বারানসী,১৯৮৮ ।
১৩/ মহাভাষ্য, বেদব্রতস্নাতক সম্পাদিত, হরিয়ানা সাহিত্যসংস্থান্, গুরুকুলঝজ্জর, রোহতক,১ম-৪র্থ আহ্নিক, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ ।
১৪/ সারস্বত ব্যাকরণ, চন্দ্রকীর্তি-ব্যাখ্যাসহ, শিবদত্তকুদাল সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ, বোম্বাই, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ ।
১৫/ সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, সটীকানুবাদ, জুমরনন্দীকৃতরসবতী বৃত্তি তথা গোয়ীচন্দ্রাকৃত বিবরণী- টীকা সহ, শ্রীগুরুনাথ বিদ্যানিধিবাচস্পতিসম্পাদিত, ১৮৩৩ শকাব্দ ।
১৬/ সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, আর.এস. সরণি সম্পাদিত, ভারতীয় বিদ্যাপ্রকাশন, দিল্লী, বারানসী, প্রথমভাগ - ১৯৯৫ ।
১৭/ সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, আর.এস.সরণি সম্পাদিত, ভারতীয় বিদ্যাপ্রকাশন, দিল্লী, বারানসী,দ্বিতীয়ভাগ-২০০০ ।
১৮/ শ্রীশ্রী হরিনামামৃত ব্যাকরণ, শ্রীপাদকৃষ্ণদাসশাস্ত্রী ও শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত, শ্যামানন্দসংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯ ।

English Book

২০/ KAVYALANKARA OF BHAMAHA :Ed. P.V.Naganath sastry, Motilal Banarsidass Publishers Privare Limited, delhi, 2nd ed, 1970.rpt.,1991 .
২১/ Taittiriya samhita : Ed.D. Satavalekar, 4th ed., pardi, gujrat 1983 .

সহায়ক গ্রন্থীপঞ্জী:

১/ অধিকারী, তারকনাথ, গোপথ ব্রাহ্মণ, সটীক অনুবাদ,বেদবিদ্যাকেন্দ্র রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১৯৯৯ ।
২/ কর, গঙ্গাধর, মহাভাষ্য (পস্পাশাহ্নিক), সংস্কৃত বুক ডিপো, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ- ২০০২ ।
৩/ গঙ্গাপাধ্যায়, মৃণালকান্তি, বাক্যপদীয়ে সাধন সমুদ্দেশ, সংস্কৃতবুকডিপো, প্রথম সংস্করণ ২০১৩ ।
৪/ গোস্বামী, বিজয়া, পরমলঘুমঞ্জুষা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, প্রথমপ্রকাশ-২০০৬ ।
৫/ দাস, করুণাসিন্ধু, সংস্কৃতব্যাকরণ ও ভাষা প্রসঙ্গ, স্বদেশ, প্রথমপ্রকাশ -২০০৫ ।
৬/ দেবশর্মা, কালীজীবন, শব্দশাস্ত্রের ইতিহাস, রামকৃষ্ণমিশন ইনস্টিটিউড অব কালচার, কোলকাতা, প্রথমসংস্করণ - ১৯৯৫ ।
৭/ প্রামাণিক, সুদীপ্ত, কলাপব্যাকরণে কারক, সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথমপ্রকাশ - ২০১৩ ।
৮/ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার, শব্দার্থসারমঞ্জরী বা সারমঞ্জরী, মহামহোপাধ্যায় কালীপদতর্কচাযেণ সারদীটীকয়া সমলঙ্কৃতা, সদেশ, কোলকাতা, ১৪১৫ ।
৯/ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার, পাণিনীয়শিক্ষা, সদেশ, কোলকাতা, ২০০৮ ।
১০/ ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ, বাক্যপদীয়, ব্রহ্মকান্ড, প্রথমখন্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা, প্রথমপ্রকাশ -১৯৮৫ ।
১১/ ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ, বাক্যপদীয়, ব্রহ্মকান্ড, দ্বিতীয় খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কোলকাতা, প্রথমপ্রকাশ - ১৯১৯ ।
১২/ ভট্টাচার্য্য, অমিয়কুমার, সংস্কৃত ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কোলকাতা, প্রথমপ্রকাশ - ২০১১ ।
১৩/ ভট্টাচার্য তপনশঙ্কর, কারক ও বিভক্তি, (অষ্টাধ্যায়ী সূত্রক্রমানুসারে) সংস্কৃত বুক ডিপো,কলকাতা, প্রথমপ্রকাশ - ২০১২ ।
১৪/ ভট্টাচার্য, শোভনকুমার, কারকবিভক্তি বিচার, বেণারস্ মর্কেলন্টাইল কম্পানী, ২০১৩ ।
১৫/ ভট্টাচার্য, অয়ন, কারকবিবেক, সংস্কৃতবুকডিপো, প্রথমপ্রকাশ - ২০১২ ।
১৬/ মীমাংসক , যুধিষ্ঠির, সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্র কা ইতিহাস, ১মভাগ, রামলালকাপূরট্রাস্ট, সোনাপত, হরিয়ানা ।
১৭/ শ রামেশ্বর, সাধারণ ভাষ্যবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, ১৯৮৮ ।
১৮/ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, কবিকল্পদ্রুম, দুর্গাদাসকৃত ধাতুদীপিকা সহ, ২০০৮ ।

১৯/ সেনগুপ্ত, সঙ্ঘমিত্রা, মহাভাষ্য, শ্রীযুক্ত কল্যানী দাশগুপ্ত, কোলকাতা, প্রথম - ১৩৭৭, দ্বিতীয় - ১৪০৭, তৃতীয় - ১৪১৭ ।

২০/ হালদার, শ্রীগুরুপদ, ব্যাকরণ দর্শণের ইতিহাস, সংস্কৃত বুক ডিপো, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ১৩৫০, দ্বিতীয় - ১৪১২,পুণমুর্দ্রণ -২০০৬ ।

English Book

২১/ Barthakuria, Apurba Chandra, THE PRAYOGARATANAMALA OF PURUSOTTAMA VIDYAVAGISA : A STUDY, Guwahati (Assam), 2000

২২/ Basu, Ratna, Methodology And Sanskritic Researches, Rabindra Bharati University, calcutta, 1998 .

২৩/ Belvalkar, S.K., Systems of Sanskrit Grammar, Oriental Publishers, Amritsar, 1980

২৪/ Cardona, George, Panini A Survey of Research, First Indian Reprint, Delhi Varanasi, Patna, Motilal Banarsidass, 1980 .

২৫/ Chatterjee, K.C Technical Terms And Technique of Sanskrit Grammar, Sanskrit Book Depo, Calcutta, 1948 .

২৬/ Tarapuraowala, Elements of Science of Language, Irach Jehangir Sorabji, 3rd ed., Calcutta, 1962 .